রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১২, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ জুন ২০০৮

নং ৯৯ (আমঃমুঃপ্রঃ)/সকম/প্রতিবন্ধী/২৭/২০০০(অংশ)।—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অপরাধী প্রবেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি, ২০০৭ সন পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনুদিত বাংলা পাঠ]

অপরাধী প্রবেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬০

১৯৬০ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ

কতিপয় মামলায় অপরাধীদের প্রবেশনে মুক্তি প্রদান সম্পর্কিত বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু কতিপয় মামলায় অপরাধীদের প্রবেশনে মুক্তি প্রদান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এক্ষণে, ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসের সপ্তম দিবসের ফরমান অনুসারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ অপরাধী প্রবেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হইবে।

(৩) সরকার, *সরকারি গেজেটে* প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ বা তারিখসমূহ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ বা তারিখসমূহে ইহা বলবৎ হইবে, এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে ঃ—

(ক) "বিধি" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮;

(খ) "আদালত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোনো আদালত;

(গ) "মহাপরিচালক" অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অথবা তাহার কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা;

(ঘ) "প্রবেশন কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন প্রবেশন কার্যে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(ঙ) "প্রবেশন আদেশ" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ;

(চ) "প্রবেশন অধিদপ্তর" অর্থ এই অধ্যাদেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর;

(ছ) এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি বিধিতে যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতসমূহ।**—(১) নিম্নবর্ণিত আদালতসমূহ এই অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত হইবে, যথা ঃ—

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ;

(খ) দায়রা আদালত;

(গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঘ) *[বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা দফা (ঘ) বিলুপ্ত];*

(ঙ) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট; এবং

(চ) এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট।

(২) আদালতের নিকট মূল শুনানী অথবা আপীল বা রিভিশনের জন্য, যেভাবেই আসুক না কেন, আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে এইরূপ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনো অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই অধ্যাদেশের ধারা ৪ ও ধারা ৫ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত, সেইক্ষেত্রে তিনি এতৎসম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অপরাধীকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিয়া, বা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জামিন গ্রহণের জন্য, কার্য বিবরণী দাখিল করিবেন, এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট অতঃপর এইরূপে দণ্ড বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহা তিনি প্রথম হইতে মামলাটি শুনানী করিলে প্রদান করিতেন, এবং যদি তিনি কোনো বিষয়ে অধিকতর তদন্ত বা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন মনে করিলে, তিনি এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। **শর্তাধীন অব্যাহতি, ইত্যাদি।**—(১) যেক্ষেত্রে কোনো আদালত কোনো অপরাধীকে, যাহার পূর্বে দণ্ডিত হইবার কোনো প্রমাণ নাই, অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত,—

(ক) অপরাধীর বয়স, চরিত্র, প্রাক-পরিচয় বা শারীরিক বা মানসিক অবস্থা; এবং

(খ) অপরাধের প্রকৃতি বা অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা লাঘবকর পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া;

তাহার উপর শাস্তি আরোপ করা যথাযথ নহে এবং প্রবেশন আদেশ প্রদান করা সমীচীন নহে মনে করিলে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যথাযথ তিরস্কারের পর তাহাকে অব্যাহতিদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, অথবা, আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, অপরাধীকে এই শর্তে অব্যাহতি দানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, অপরাধী আদেশে উল্লিখিত সময় হইতে অনধিক এক বৎসর সময়ের জন্য সদাচরণের এবং কোনো অপরাধ না করিবার অঙ্গীকারে, জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, একটি মুচলেকা সম্পাদন করিবেন।

(২) পূর্ববর্তী শর্তসাপেক্ষ কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতির আদেশ, অতঃপর এই অধ্যাদেশে "শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির আদেশ" এবং এইরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদ অতঃপর "শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির মেয়াদ" হিসাবে উল্লিখিত হইবে।

(৩) শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির আদেশ প্রদানের পূর্বে, আদালত অপরাধীর নিকট সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবে যে, যদি সে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির মেয়াদে কোনো অপরাধ করে, অথবা সদাচারণ না করে, তাহা হইলে সে মূল অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে।

(৪) অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধের জন্য শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল, উক্ত ব্যক্তি যদি অনুরূপ অপরাধে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে উক্ত আদেশ অকার্যকর হইবে।

৫। **কতিপয় মামলায় আদালতের প্রবেশন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) যেক্ষেত্রে কোনো আদালত কর্তৃক—

(ক) একজন পুরুষ ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় বা ধারা ২১৬এ, ৩২৮, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০১, ৪৫৫ বা ৪৫৮ এর অধীন কোনো অপরাধ বা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডণীয় কোনো অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে; অথবা

(খ) কোনো মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়,

সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর চরিত্র এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত পুরুষ বা মহিলাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে একটি প্রবেশন আদেশ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, অর্থাৎ অন্যূন এক বৎসর বা অনধিক তিন বৎসরের জন্য, আদেশে যেরূপ নির্ধারিত হয়, একজন প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত অপরাধীকে প্রবেশন আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না অপরাধী নির্ধারিত সময়কালে কোনো অপরাধ না করিবার, শান্তি বজায় রাখিবার এবং সদাচরণ করিবার এবং নির্দেশিত হইলে উক্ত সময়কালে আদালতে হাজির হইবার এবং শাস্তিভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার অঙ্গীকার সম্বলিত কোনো মুচলেকা, জামিনদারসহ বা ব্যতীত, প্রদান করেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, আদালত এই ধারার অধীন কোনো প্রবেশন আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অপরাধীর অথবা, তাহার কোনো জামিনদারের, যদি থাকে, বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে বা একটি নিয়মিত জীবিকা রহিয়াছে এবং মুচলেকার সময়কালে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার বা জীবিকা নির্বাহ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে মুচলেকার মেয়াদকালে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার বা জীবিকা অব্যাহত রাখিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(২) প্রবেশন আদেশ প্রদানকালে আদালত প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক অপরাধীর তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ শর্তাবলী সন্নিবেশিত, এবং অধিকন্তু অপরাধী কর্তৃক একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি বা অন্যান্য অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধকল্পে এবং তাহাকে একজন সৎ, পরিশ্রমী ও আইন মান্যকারী নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অপরাধীর বাসস্থান,

পরিবেশ, মাদকাসক্তি হইতে বিরত রাখা এবং মামলার বিশেষ পরিস্থিতির নিরিখে অন্যান্য বিষয় আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অতিরিক্ত শর্তাদিও মুচলেকায় যুক্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যে অপরাধের জন্য প্রবেশন আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য অপরাধী দণ্ডিত হইলে প্রবেশন আদেশ অকার্যকর হইবে।

৬। **ব্যয় নির্বাহ ও ক্ষতিপূরণের আদেশ।**—(১) অপরাধীকে ধারা ৪ এর অধীন অব্যাহতি অথবা ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশ প্রদানকারী আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অপরাধীকে সংঘটিত অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং মামলার ব্যয় নির্বাহের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষতিপূরণ ও মামলার ব্যয় হিসাবে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ, কোনক্রমেই উক্ত আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধে আরোপযোগ্য জরিমানা অপেক্ষা অধিক হইবে না।

(২) একই অপরাধের সহিত সম্পর্কিত পরবর্তীতে কোনো দেওয়ানী মামলা বা কার্যক্রমে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণকালে উক্ত মামলা বা কার্যক্রম পরিচালনাকারী আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত বা আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ, ক্ষতি বা ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় আনিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য অর্থ বিধির ধারা ৩৮৬ ও ৩৮৭ এর বিধান অনুসারে জরিমানা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

৭। **মুচলেকার শর্তপালনে ব্যর্থতা।**—(১) ধারা ৫ এর অধীন মুচলেকা গ্রহণকারী আদালতের যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, অপরাধী তাহার মুচলেকায় বর্ণিত কোনো শর্তপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত তাহাকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি করিতে পারিবে অথবা, উপযুক্ত মনে করিলে, অপরাধী এবং তাহার জামিনদারগণকে, যদি থাকে, সমনে উল্লিখিত সময়ে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারি করিতে পারিবে।

(২) যদি অপরাধীকে উপ-ধারা (১) এর অধীন যে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় বা অপরাধী স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আদালত তাহাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ করিতে পারিবে অথবা, শুনানীর তারিখে উপস্থিতির জন্য, জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, মুক্তি দিতে পারিবে।

(৩) যদি আদালত, মামলার শুনানী শেষে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অপরাধী ধারা ৫(২) এর অধীন আরোপিত শর্তাদিসহ মুচলেকার কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে—

(ক) মূল অপরাধের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করিবে, অথবা

(খ) মুচলেকার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া, তাহার উপর অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরিমানার দণ্ড আরোপকারী আদালত ধারা ৬ এর অধীন পরিশোধযোগ্য ক্ষতিপূরণ বা ব্যয়ের বিষয়ও জরিমানার আদেশ প্রদানের সময় বিবেচনা করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন আরোপিত জরিমানার টাকা যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে আদালত অপরাধীকে মূল অপরাধের জন্য দণ্ডিত করিতে পারিবে।

৮। **আপীল ও রিভিশনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা।**—যেক্ষেত্রে কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত নিঃশর্তে বা শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা প্রবেশন আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপীল বা রিভিশন দায়ের করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আপীল বা রিভিশন আদালত বিধি অনুযায়ী যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং তৎপরিবর্তে আইন অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আপীল বা রিভিশন আদালত অপরাধীকে দণ্ড প্রদানকারী মূল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডের অধিকতর কোনো দণ্ড প্রদান করিবে না।

৯। **জামিন ও মুচলেকায় বিধির বিধানাবলী প্রয়োগ।**—এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত মুচলেকার বা জামিনের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, বিধির ধারা ১২২, ৪০৬এ, ৫১৪, ৫১৪এ, ৫১৪বি, এবং ৫১৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১০। **প্রবেশনের শর্তাবলীর ভিন্নতা।**—(১) ধারা ৫ এর অধীন প্রবেশন আদেশ প্রদানকারী আদালত যে কোনো সময়, প্রবেশনাধীন কোনো ব্যক্তি বা প্রবেশন কর্মকর্তার আবেদনক্রমে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, উক্ত ধারার অধীন গৃহীত কোনো মুচলেকায় ভিন্নতা আনয়ন প্রয়োজন মনে করিলে, প্রবেশনাধীন ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারি করিতে পারিবে, এবং, তাহাকে মুচলেকায় কেন ভিন্নতা আনয়ন করা হইবে না উহার কারণ দর্শানোর যথাযথ সুযোগ প্রদান করিয়া মুচলেকার মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণের মাধ্যমে বা অন্য কোনো শর্ত পরিবর্তন করিয়া বা নূতন কোনো শর্ত সংযোজনপূর্বক মুচলেকায় ভিন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই মুচলেকার মেয়াদ মূল আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসর কম বা তিন বৎসরের বেশি হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে মুচলেকায় এক বা একাধিক জামিনদার থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক জামিনদারের সম্মতি ব্যতীত মুচলেকায় কোনরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না; এবং যদি উক্ত এক বা একাধিক জামিনদার এইরূপ পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আদালত প্রবেশনাধীন ব্যক্তিকে, এক বা একাধিক জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত, নূতন মুচলেকা প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(২) পূর্বোক্ত এইরূপ যে কোনো আদালত, প্রবেশনাধীন ব্যক্তি বা প্রবেশন কর্মকর্তার আবেদনক্রমে বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রবেশনাধীন ব্যক্তির আচরণ সন্তোষজনক এবং তাহাকে প্রবেশনাধীনে রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে উক্ত আদালত উক্ত প্রবেশন আদেশ ও মুচলেকা খারিজ করিতে পারিবে।

১১। **অব্যাহতি ও প্রবেশনের ফলাফল।**—(১) যে অপরাধের জন্য অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে, যাহার জন্য ধারা ৪ বা ধারা ৫ অনুসারে অপরাধীকে উপযুক্ত তিরস্কারের পর বা শর্তাধীনে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে বা তাহাকে প্রবেশনে রাখা হইয়াছে, উক্ত দণ্ড যে মামলায় তাহাকে প্রবেশন প্রদান করা হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে পরবর্তী যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে অপরাধের জন্য অপরাধীকে শর্তাধীন মুক্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে অথবা তাহাকে প্রবেশনাধীনে রাখা হইয়াছে সেই অপরাধে দণ্ডিত হইবার সময় অপরাধীর বয়স যদি আঠার বৎসরের কম না হয় এবং সে যদি পরবর্তীতে একই অপরাধের জন্য এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে এই উপ-ধারার বিধানাবলী উক্ত অপরাধীর জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই ধারার পূর্বগামী বিধানাবলী ক্ষুণ্ন না করিয়া, উপযুক্ত তিরস্কারের পর বা শর্তাধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা প্রবেশনাধীন কোনো অপরাধীকে প্রচলিত কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধে দণ্ড প্রদানে অনুপযুক্ত করিবে না অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না অথবা এইরূপ কোনো অনুপযুক্ততা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করিবার বা আরোপ করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

(৩) এই ধারার পূর্বোক্ত বিধানাবলী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না—

(ক) কোনো অপরাধীর শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার বা একই অপরাধের কারণে পরবর্তীতে আনীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে নির্ভর করিবার ক্ষেত্রে;

(খ) কোনো অপরাধীর শাস্তির ফলশ্রুতিতে কোনো সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে।

১২। **প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ।**—(১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি প্রবেশন আদেশে উল্লিখিত প্রবেশন কর্মকর্তা হইতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)এ উল্লিখিত একজন প্রবেশন কর্মকর্তা এই অধ্যাদেশের অধীন এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালায় নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারী হইবেন।

(৩) একজন প্রবেশন কর্মকর্তা, প্রবেশন আদেশে উল্লিখিত দায়িত্ব পালনকালে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন।

১৩। **প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব।**—একজন প্রবেশন কর্মকর্তা, এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে ঃ—

(ক) প্রবেশন আদেশে নির্ধারিত বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত বা যুক্তিসঙ্গত বিরতিতে বা শর্তে, অপরাধী পরিদর্শন করিবেন বা অপরাধীর দর্শন গ্রহণ করিবেন;

(খ) অপরাধী ধারা ৫ এর অধীন সম্পাদিত মুচলেকার শর্তাবলী প্রতিপালন করিয়াছে কি না উহা পর্যবেক্ষণ করিবেন;

(গ) অপরাধীর আচরণ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করিবেন;

(ঘ) অপরাধীকে উপদেশ দিবেন, সহায়তা দিবেন এবং তাহার সহিত অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করিবেন, এবং প্রয়োজনে অপরাধীর জন্য একটি উপযুক্ত চাকুরির ব্যবস্থা করিয়া দিতে সচেষ্ট হইবেন; এবং

(ঙ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধিমালায় নির্ধারিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, *সরকারী গেজেটে* প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত বিধানাবলীর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে—

(ক) প্রবেশন কর্মকর্তাগণের নিয়োগ, পদত্যাগ এবং অপসারণ ও তাহাদের যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) প্রবেশন কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ;

(গ) প্রবেশন কর্মকর্তাগণকে প্রদেয় পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ।

১৫। [**সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।**—অ্যাডাপ্টেশন অব সেন্ট্রাল লজ অর্ডার, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১) এর আর্টিক্যাল ২ এবং তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৬। **বিধির ধারা ৩৮০ এবং ৫৬২-৫৬৪ রহিতকরণ।**—বিধির ধারা ৩৮০, ৫৬২, ৫৬৩ এবং ৫৬৪ এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

১৭। **এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কতিপয় আইনের ব্যত্যয় নহে, বরং অতিরিক্ত হইবে।**— এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৩৯ নং আইন) এবং বোরস্টাল বিদ্যালয় আইন, ১৯২৮ (১৯২৮ সনের ১ নং বেঙ্গল আইন) এর ব্যত্যয় হইবে না, বরং অতিরিক্ত হইবে।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।